রবীন্দ্রনাথের
ক্ষুধিত পাষাণ

ইষ্টার্ন সার্কিট প্রাইভেট লিমিটেড-এর
সশ্রদ্ধ নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের

ক্ষুধিত পাষাণ

প্রযোজনা : হেমেন গাঙ্গুলী
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : তপন সিংহ
সঙ্গীত পরিচালনা : আলী আকবর খাঁ

নাট্যরূপ • মন্মথ রায়। চিত্রশিল্পী • বিমল মুখোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশ • সুনীতি মিত্র। শব্দগ্রহণ • অতুল চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত সরকার। সম্পাদনা • সুবোধ রায়। রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিচালনা • সন্তোষ সেনগুপ্ত। কণ্ঠসঙ্গীত • ওস্তাদ আমির খাঁ ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র সঙ্গীত দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। স্বরোদ • আলী আকবর খাঁ। সেতার • নিখিল ব্যানার্জী। সঙ্গীতগ্রহণ ও পুনঃ শব্দযোজনা • সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। কর্মসচিব • পঙ্কজ ঘোষ, পরিতোষ রায়, ভি: সূর্য্যনারায়ণ। রূপসজ্জা • মদন পাঠক। পটশিল্পী • কবি দাশগুপ্ত। স্থিরচিত্র • ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী। উর্দ্দু সংলাপ • কমল মিশ্র। উর্দ্দু গীতরচনা • পণ্ডিত ভূষণ। আরবী সংলাপ মো: এম, রহমান। নৃত্য পরিচালনা • ভারতী রায়। প্রচার • বাগীশ্বর ঝা

সহকারী

পরিচালনা • পীযুষ বসু, বলাই সেন, শ্যামল চক্রবর্ত্তী। চিত্রগ্রহণ • দীপক দাস ও অমূল্য দত্ত। শিল্প নির্দেশ • প্রসাদ মিত্র। ব্যবস্থাপনা • সুরেন দাস। রূপসজ্জা • সত্যেন ঘোষ, শম্ভু দাস। শব্দগ্রহণ • রথীন ঘোষ। সম্পাদনা • মিহির ঘোষ ও গঙ্গাধর নস্কর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ। শ্রীতরুণ ভাদুড়ী (ভূপাল)। নবাবজাদা রশিদুর জাফর খাঁ (ভূপাল)। শ্রীবি, আর, রাজগোপাল (ভূপাল)। শ্রী বি, আর, ঘোরানা (ভূপাল) মধ্যপ্রদেশ পুলিশ বিভাগ। শ্রীসনৎ মুখার্জী (শাহপুর, মধ্যপ্রদেশ)। শ্রীঅমিয় শঙ্কর রায় (নাগপুর)। শ্রী এ, এম, চক্রবর্ত্তী (নাগপুর)। শ্রী এস, কে, মুখার্জী (নাগপুর) শ্রীজ্যোতিষ ঘোষ (বিকনীর)। শ্রী এন, সি, ঘোষ (বিকানীর)। শ্রীসত্যপ্রকাশ গুপ্ত (বিকানীর) শ্রীহরিনারায়ণ (বিকানীর)। শ্রী জে, কে, কাপুর (বোম্বাই)। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)

রূপদানে

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় • সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
ছবি বিশ্বাস • রাধামোহন ভট্টাচার্য্য • দিলীপ রায় • রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
বীণা চাঁদ • রথীন ঘোষ • ধীরাজ দাস • সাধন সেনগুপ্ত • রসরাজ
চক্রবর্ত্তী • দেবরঞ্জন মুখার্জী • কমল মিশ্র • পদ্মাদেবী

নিউ থিয়েটার্স ও ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রাইভেট লিঃ ষ্টুডিওতে চিত্রগৃহীত বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস রসায়নাগারে পরিস্ফুটিত এবং আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক • ইষ্টার্ন সার্কিট প্রাইভেট লিঃ
৬/২, ম্যাডান ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১৩

মুদ্রণে : ন্যাশনাল আর্ট প্রেস

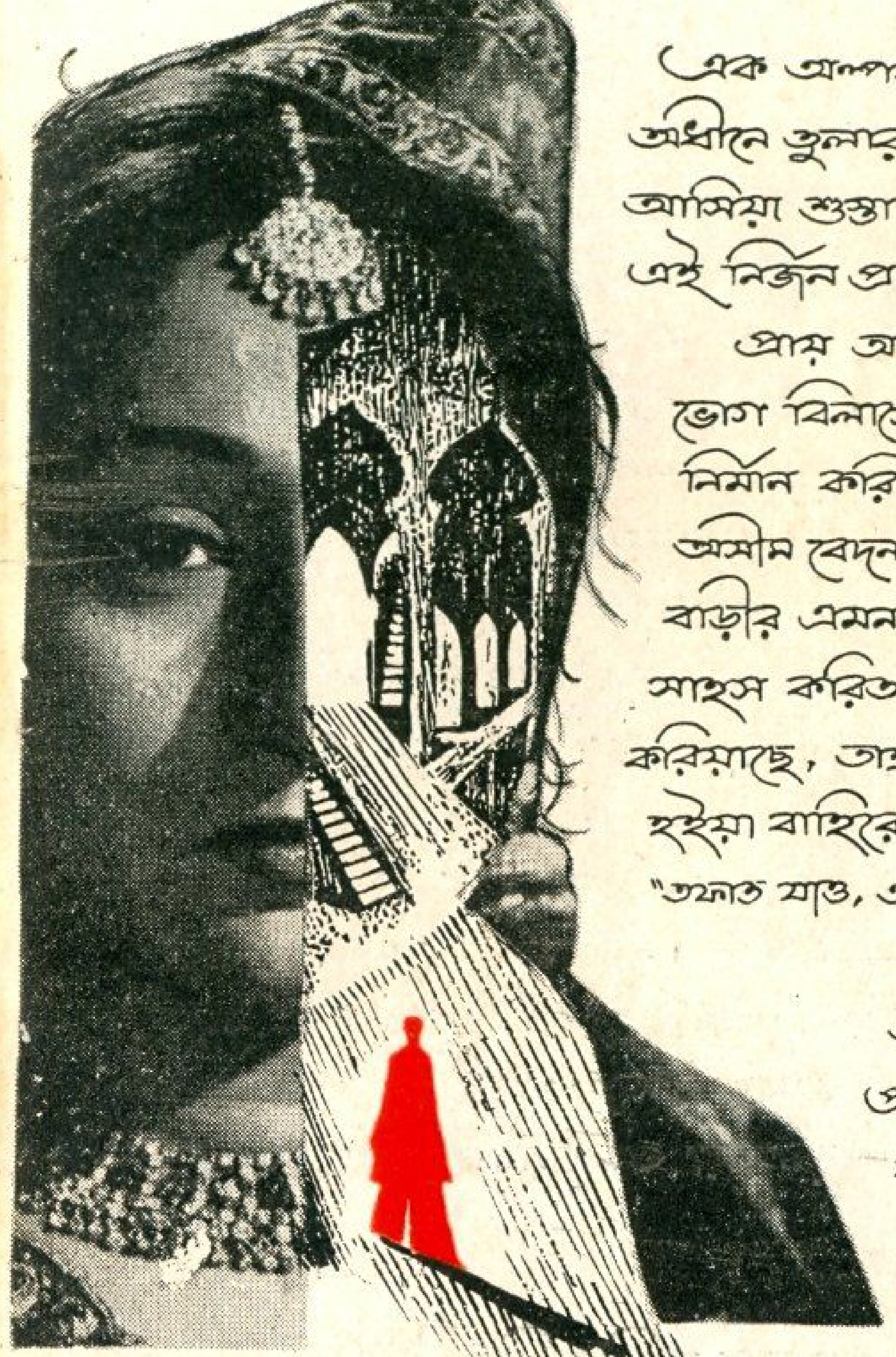

এক অল্পবয়স্ক যুবা হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকারের অধীনে তুলার মাশুল আদায়ের কাজে নিযুক্ত হইয়া বরীচে আসিয়া শুস্তা নদীর ধারেই পাথর বাঁধান অসংখ্য সোপানময় এই নির্জন প্রাসাদে তাহার বাসস্থান স্থির করিল।

প্রায় আড়াই শত বৎসর আগে দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগ বিলাসের জন্য ওই প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মান করিয়াছিলেন। এর প্রতিটি প্রস্তরখণ্ডের গায়ে অসীম বেদনাময় এক কাহিনী লুক্কায়িত আছে। এ বাড়ীর এমন বদনাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না। যাহারা ত্রি-রাত্রি এই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলিই পাগল হইয়া বাহিরে আসিতে পারিয়াছে এবং বারংবার বলিতেছে "তফাত যাও, তফাত যাও, সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়।"

অফিসের বৃদ্ধ কেরানী করিম খাঁ এবং প্রত্যেকেই তাহাকে এই প্রাসাদে রাত্রি যাপন করিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহাদের সকল অনুরোধ হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

কাহিনী

প্রথম প্রথম এই পরিত্যক্ত পাষাণ প্রাসাদের বিজনতা তাহার মনের উপর একটা ভয়ংকর ভারের মত চাপিয়া থাকিত। কিন্তু এক সপ্তাহ না যাইতেই বাড়ীটার এক অপূর্ব নেশা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। একদিন সায়াহ্নে সে অনুভব করিল অনেকগুলি সিঞ্জির শোভিত চরনশব্দ ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। এই প্রমোদচঞ্চল নারীকুল শুস্তার জলের মধ্যে ইতঃস্তত জল নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিতেছে। আড়াইশত বৎসরের কৃষ্ণ যবনিকার এক অংশ তুলিয়া সে ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি তাহার নিকট পরম হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল।

কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই তাহাকে কে যেন বাড়ীর দিকে টানিতে লাগিল। সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভ-শ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য; আর সমস্তই মিথ্যা মরিচীকা।

একদিন নির্জন রাত্রে তাহার মনে হইল এক সুন্দর দেহধারিনী তাহার অঙ্গুরী খচিত পাঁচ অঙ্গুলীর ইংগিতে অতি সাবধানে তাহাকে অনুসরণ করিতে আদেশ করিল। কত সংকীর্ন অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু, ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া সে চলিল। তাহার মনে হইল আরব্য উপন্যাসের এক সহস্র রজনীর মত বোগদাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ন পথে এক সংকট-সংকুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছে। অবশেষে সেই সুন্দর দেহ-ধারিনী একটি ঘননীল পর্দার সন্মুখে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন অঙ্গুলী নির্দেশ

করিয়া কি দেখাইল। সে দেখিল দ্বারপ্রান্তে এক কাফ্রি খোজা উন্মুক্ত কৃপাণ কোলের উপর রাখিয়া ঢুলিতেছে, আর দূরে স্বর্ণখচিত পাদুকার মধ্যে দুখানি অনিন্দ্যসুন্দর চরণ গোলাপী পায়জামায় আবৃত হইয়া শোভা পাইতেছে।

এক গভীর উদ্বেগে তাহার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল। দিবালোকের সমস্ত কাজকর্মের মাঝে কেবলই রাত্রির সেই মরিচীকাময়ী স্বপ্নের কথাই মনে হয়, এবং রাত্রির অন্ধকার যতই ঘনাইয়া আসিতে থাকে ততই দিবালোকের সমস্ত কিছুই যেন প্রতীয়মান হয় মিথ্যা · অবাস্তব।

কখন সে যেন অনুভব করিল তাম্বুল-রাগ-ওষ্ঠরাঞ্জিতা বিলোল হাস্যময়ী এক সৌন্দর্যবতী তাহাকে আবিষ্ট করিতেছে। কখনও সে শুনিতে পাইল সেই অন্ধকার গুহাগহ্বরতল হইতে কে যেন আর্তস্বরে বলিতেছে "আমাকে এই রুদ্ধ কক্ষ গাঢ় অন্ধকার হইতে উদ্ধার কর, উদ্দাম গতিবান অশ্বপৃষ্ঠে তোমার পার্শ্বে লইয়া আমাকে বহুদূরে – তোমার আলোকজ্জ্বল প্রাসাদ-তোরণে লইয়া যাও।" ....

.... ভয়ার্ত হইয়া যুবক আদেশ করিল শীঘ্রই এখান হইতে আমায় স্থানান্তরিত কর। কিন্তু সেই রাত্রেই সে যেন আবার সেই মোহাচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হইল। গাঢ়তম অন্ধকার আকাশের উদ্দীপ্ত তারকাবলীকে আবৃত করিল, এক প্রবল ঝটিকা সেই প্রাসাদের উপর দিয়া উদ্দামবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহারই মধ্যে সে যেন দেখিল একটি রমনী বেদনায় ও অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতেছে।

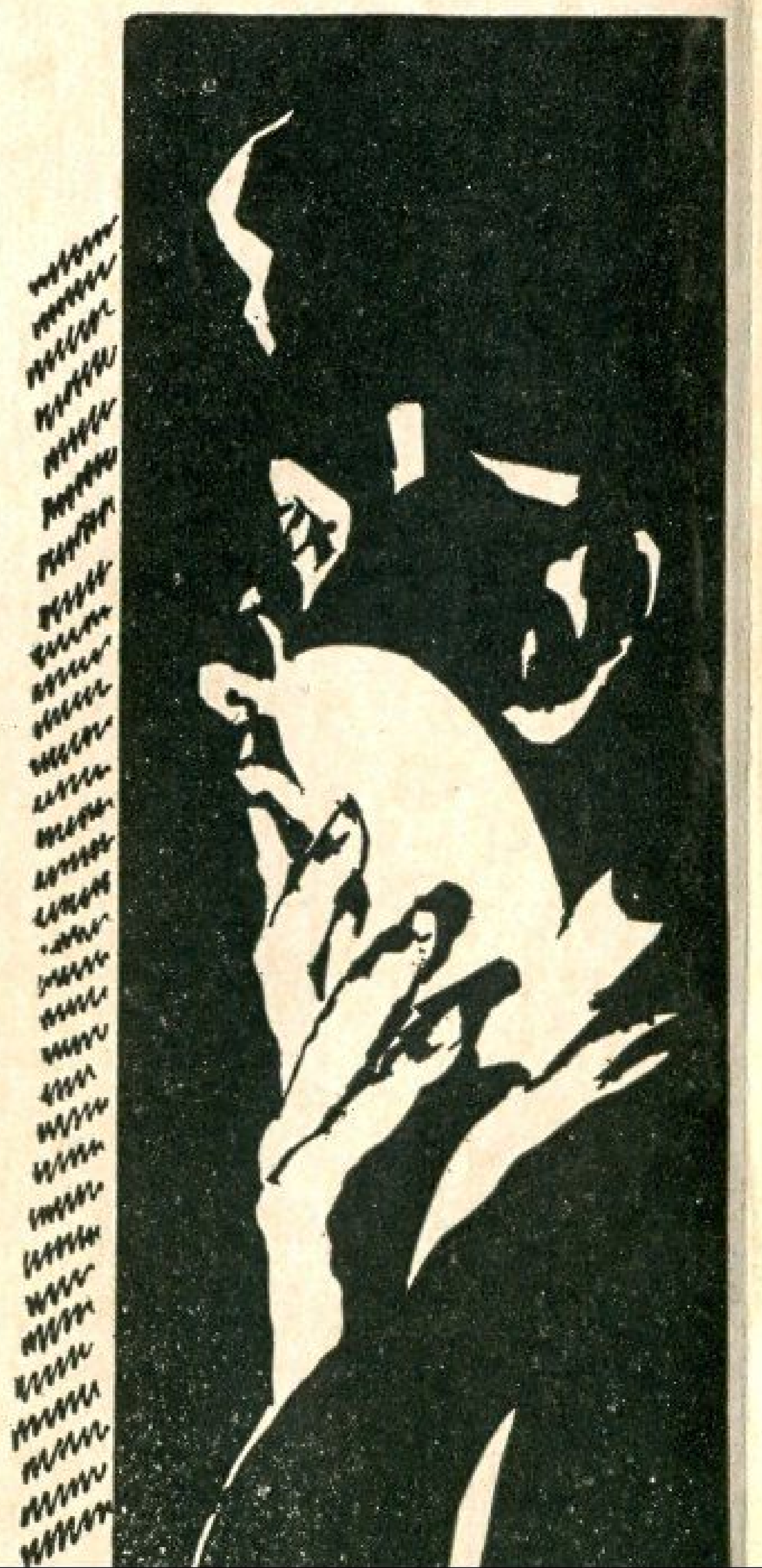

বৃদ্ধ করিম খাঁ বলিল–" এক সময়ে এই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত কামনার শিখা আলোড়িত হইত – সেই সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়। এই গুলবাগের একটি ইরাণী কৃতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য্য এবং হৃদয়বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনও ঘটে নাই।"

✦

গান

(১)

ক্যায়সে কাটে রজনী অব সজনী
পিয়া বিন মো সে রহা ন জায়ে।
ঘড়ী পল ছিন মোরে যুগসে বীতত হ্যয়,
উন বিন জীয়া আতি হী আকুলায়ে
ক্যায়সে কাটে রজনী॥...

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙ্গলো ঝড়ে
জানি নাইতো তুমি এলে আমার ঘরে
সব যে হয়ে গেল কালো
নিভে গেল দীপের আলো
আকাশ পানে হাত বাড়ালেম
কাহার তরে
জানি নাইতো তুমি এলে...

ক্যায়সে কাটে রজনী অব সজনী
নয়না মোরে দরশকে পেয়াসে
আশা ঝুট দেত দিলাসে
মনকা পঞ্ছী রোওত তরপত
মানত নাহী মনায়ে
ক্যায়সে কাটে রজনী...

শিল্পী : আমীর খাঁ
দ্বিজেন মুখার্জী
প্রতিমা ব্যানার্জী

(২)

পিয়াকে আবনকী ম্যয় সুনত্ খবরিয়া
লাগরহী চঁহু ওরে নজরিয়া
উমঙ্গ উঠত হ্যয় অংগ অংগ মে
বাজত জীয়ামে মধুর বাঁশরীয়া
পিয়াকে অবনকী ম্যয়
সুনত্ খবরিয়া॥

শিল্পী : আমীর খাঁ

(৩)

অপব্রেতর সহনে চমন
বুলবুলো গুল্ ফসলে বহার
সাকীও মৎরিবো ম্যয় ইয়ার,
বসানে গুলজার॥....

শ্রাবনের গগনের গায়
বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়
ক্ষণে ক্ষণে শর্বরী শিহরিয়া উঠে, হায়।
তেমনি তোমার বাণী মর্মতলে যায় হানি,
সংগোপনে ধৈরজ যায় যে টুটে, হায়–।
শ্রাবনের গগনের গায়।

শিল্পী : আমীর খাঁ
দ্বিজেন মুখার্জী

(৪)

ইৱানি বিজো রিমাল্লীন জাহ বিহ্-যাঁ
ওয়াসা-সুই জোফাহা বাদেল হাইয়াঁ॥

◆

রবীন্দ্র-সঙ্গীত
"যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙ্গলো ঝড়ে"
"শ্রাবনের গগনের গায়"
(বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

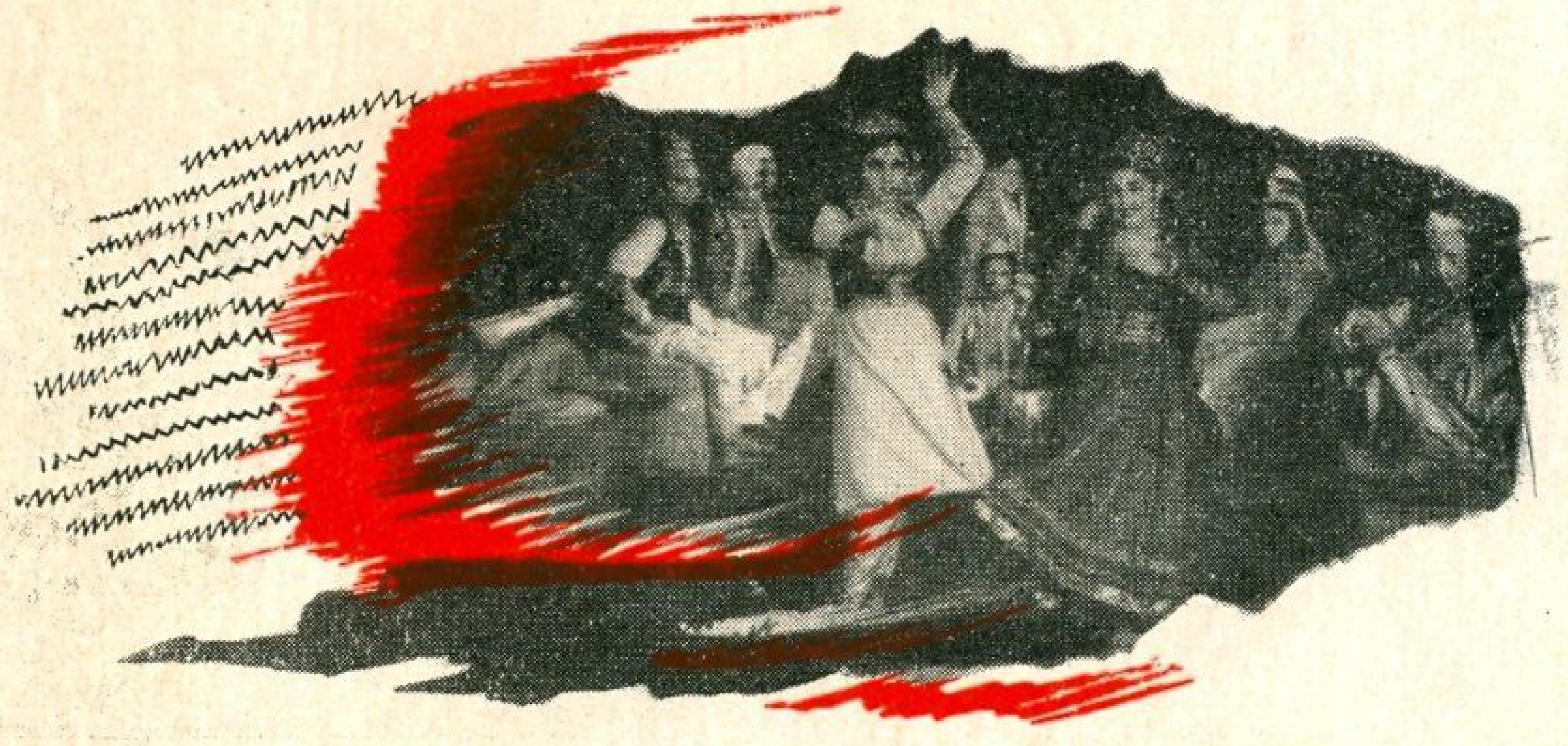

Story

A young man comes to Barich in Hyderabad as a collector of cotton duties. He takes up his abode in a solitary palace that stands at the foot of the hills on the brim of the river 'Susta', above a flight of 150 steps. The palace has a history. It was built about 250 years ago by the Emperor Mahmud Shah II for his pleasure and luxury. The stones have many a tragic tale to tell. The house has an evil name and nobody ventures near it after dark except the demented Meher Ali who wonders around the palace shouting "STAND BACK! STAND BACK! ALL IS FALSE! ALL IS FALSE!"

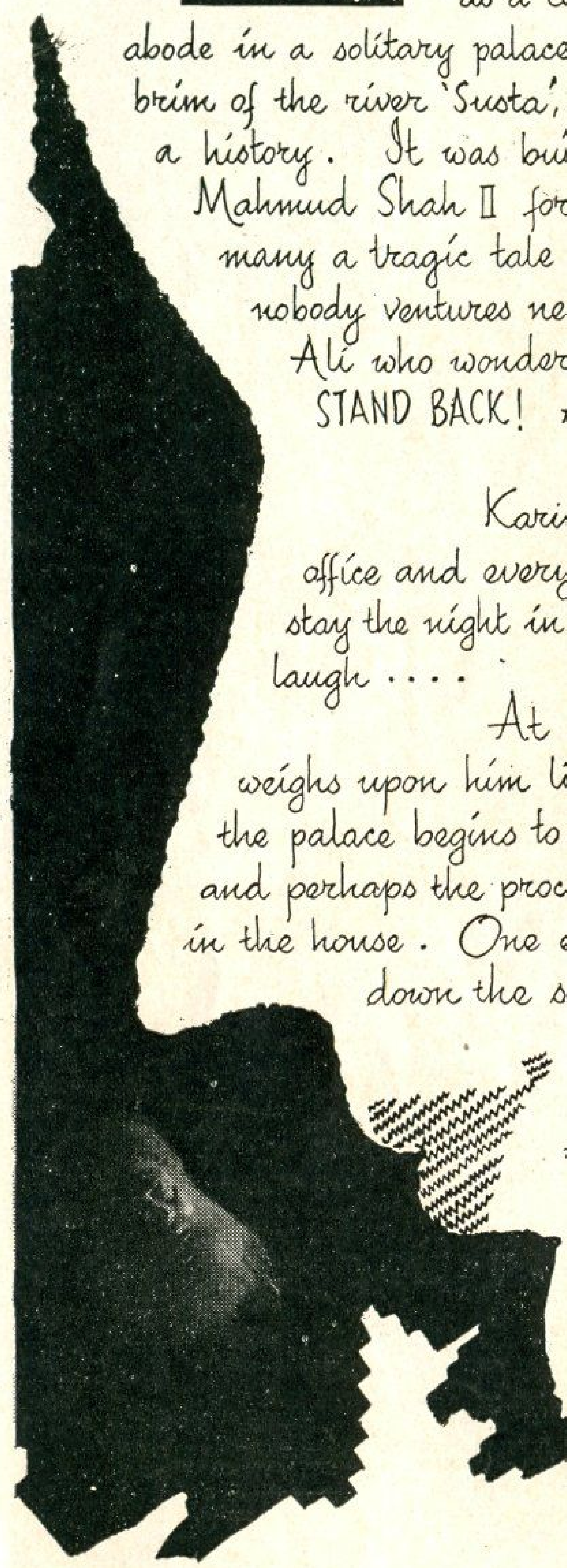

Karim Khan the old clerk in the tax collector's office and every body else warn him repeatedly never to stay the night in the palace. He passes it off with a light laugh ....

At first the solitude of the deserted palace weighs upon him like a nightmare. Before a week passes, the palace begins to exert a weird fascination upon him and perhaps the process had begun as soon as he set his foot in the house. One evening he hears many footfalls rushing down the steps and has a feeling that a bevy of joyous maidens are coming down to bathe in the 'Susta'. It seems as if he was tremblingly lifting a corner of a dark curtain of 250 years hanging before him and peering through. Next morning

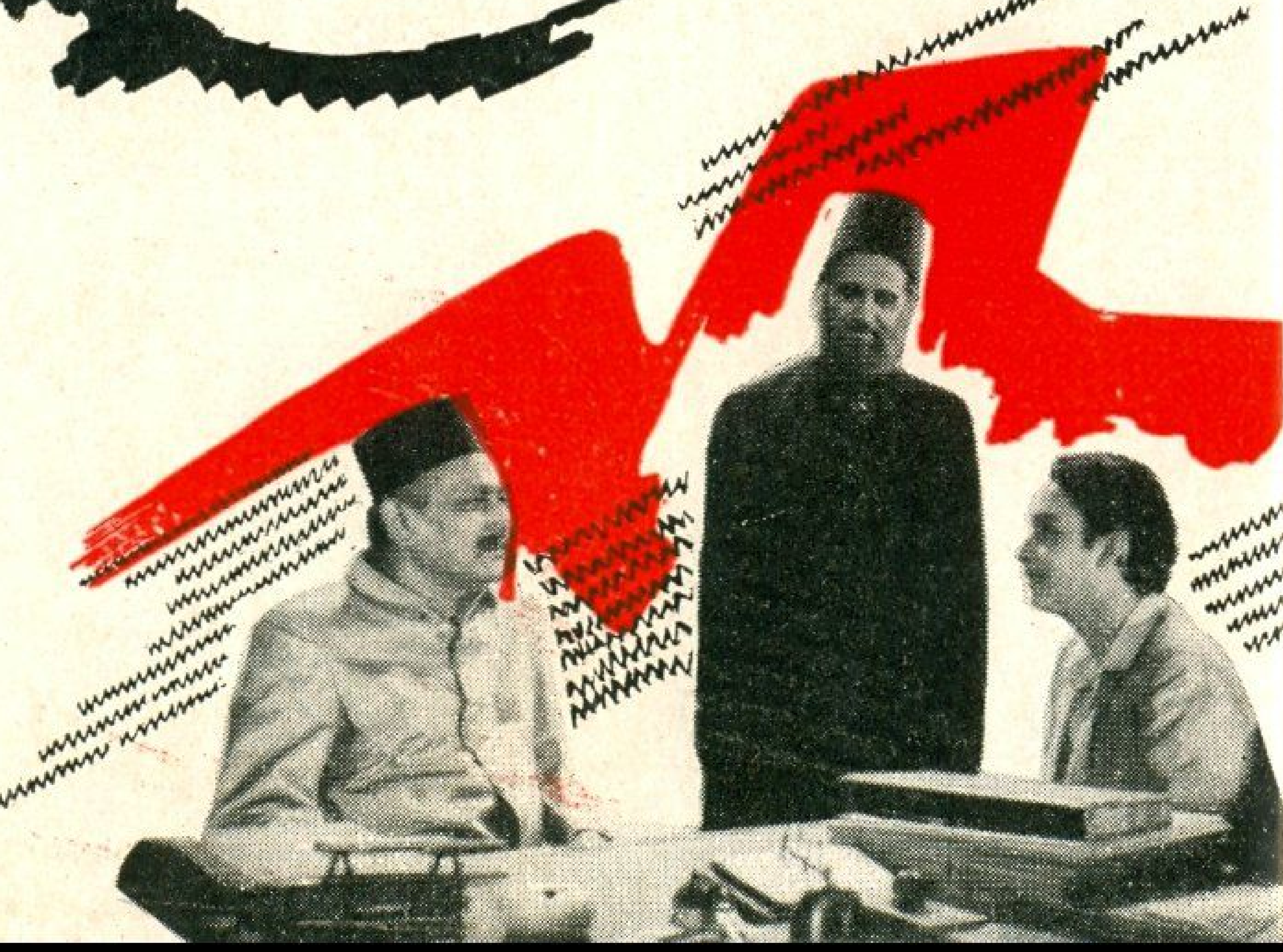

he tries to dismiss the whole affair as a queer fantasy.

Yet before it is dark, he is strangely drawn to the house with a feeling of expectation. He is tortured by other images and comes under such a spell that this intangible, inaccessible, unearthly vision gradually appears to him to be the only reality in the world — and all else a mere dream.

One solitary night in the dim light of the new moon he awakes with a start and sees ....Then follows a great discord between his days and nights. During the day he would go to his work worn and tired, cursing the bewitching night and her empty dreams; but as night came, his daily life with its bonds and shackles of work would appear a petty, false, ludicrous vanity. He was in the snare of a strange intoxication and was gradually being transformed into some unknown personage of a bygone age, playing his part in unwritten history. .... He can stand the strain no longer, packs up and moves to his office. But the same evening he is drawn back mysteriously to the palace just at the hour of twilight. Dark masses of clouds overcast the sky and it starts raining in torrents and a storm rages. In the dense gloom he sees a woman frantic with pain and torture, occasionally bursting into violent sobs.

Karim Khan had once told him that at one time countless unrequited passions and unsatisfied longings and lurid flames of wild blazing pleasure raged within that palace, and that the course of all the heart-aches and blasted hopes had made its every stone thirsty and hungry, eager to swallow up like a famished ogress any living man who might chance to approach. Not one of those who lived there for three consecutive nights could escape those cruel jaws, save Meher Ali, who had escaped at the cost of his reason.

The history of a young Arab girl who once lived in that pleasure-dome was particularly terrifying. A stranger or a more bitterly heart-rending tragedy was never enacted on this earth .....

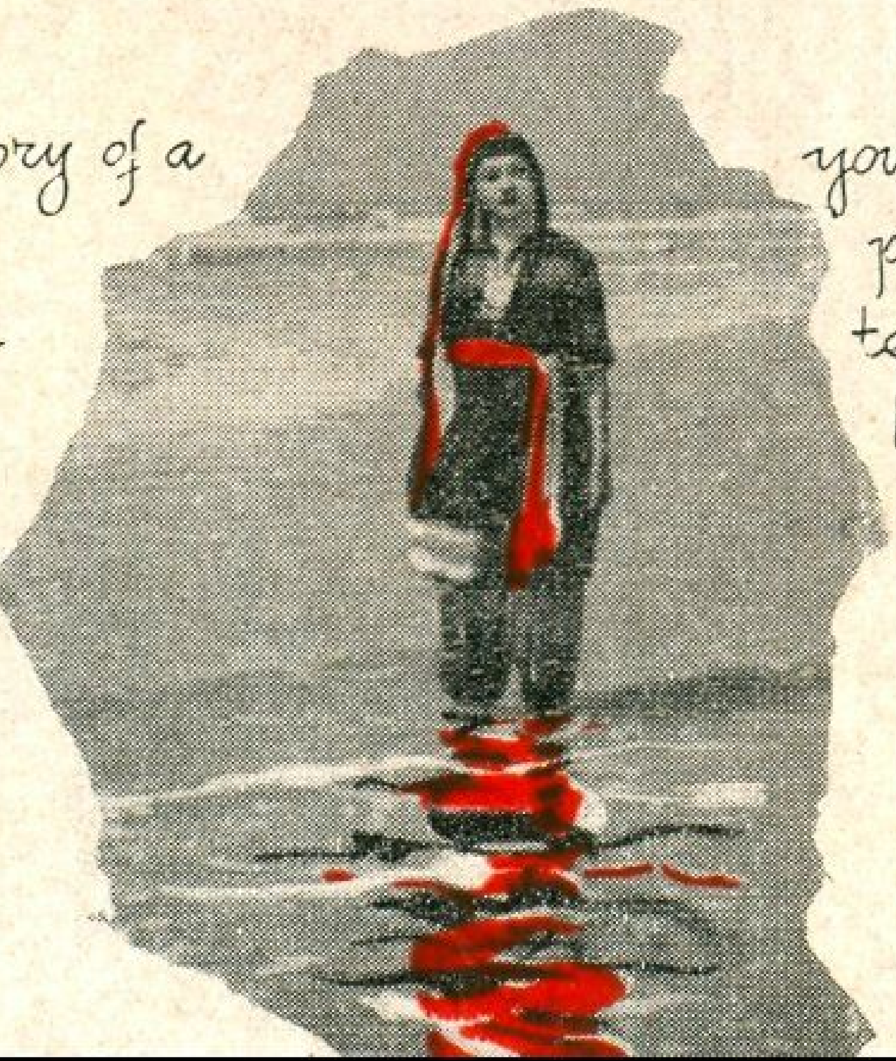

RABINDRANATH'S

THE HUNGRY STONES

starring

arundhati
soumitra
chhabi biswas
radhamohan
padma devi
dilip roy
bina chand

directed by
tapan sinha

music by
ustad ali akbar khan

produced by
hemen ganguly

distributed by
eastern circuit private ltd.